প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা

যেহেতু স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশর অভ্যুদয়ের ফলে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, জনজীবনের ধ্যান-ধারনা ও সার্বিক দৃষ্টি কোনের সাধারণ প্রেক্ষিতের পরিবর্তন ঘটে; এবং

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এস আর ও নং ২১৫-আইন/২০০৮ দ্বারা যেহেতু Bangladesh Telegraph and Telephone Board Ordinance, 1979,অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লেখিত, এর Section 5A (1) এ সরকারকে, জনস্বার্থে, Bangladesh Telegraph and Telephone Board, অতঃপর বোর্ড বলিয়া উল্লেখিত, এর সমুদয় উদ্যোগ (Undertaking), সারমেরিন ক্যাবল ব্যতিত, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিবন্ধিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর নিকট, চুক্তি দ্বারা, হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত Section এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (Bangladesh telecommunications Company limited), অতঃপর উক্ত কোম্পানী বলিয়া উল্লেখিত, এর মধ্যে ০১ জুলাই, ২০০৮ তারিখে সম্পাদিত চুক্তির (Deed of Agreement) দ্বারা, উক্ত বোর্ডেও সমুদয় উদ্যোগ উক্ত কোম্পানীর নিকট হস্তান্তর করিয়া উক্ত বোর্ড ০১ জুলাই, ২০০৮ উক্ত বোর্ড বিলুপ্ত বলিয়া ঘোষণা করিল, এবং

গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান ও সেবার মান উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (Bangladesh telecommunications Company limited) এ কোম্পানী কতৃক সেবার গুণগত মান বজায় রেখে সেবা প্রদান করিবার নিমিত্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের সিভিল সার্ভিস (টেলিকম) ক্যাডারবৃন্দকে লিয়েনে কিংবা প্রেষণে কোম্পানীতে নিয়োগের প্রবর্তন করা হইয়াছে, এবং

সেবার গুণগত মান বজায় রেখে সেবা প্রদান করিবার নিমিত্তে কোম্পানী কতৃক প্রকৌশলী নিয়োগের বিধান অনুযায়ী প্রকৌশলী নিয়োগ এর প্রবর্তন করা হইয়াছে, এবং

যেহেতু টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের সিভিল সার্ভিস (টেলিকম) এর সদস্যগণ ও নিয়োগপ্রাপ্ত প্রকৌশলীগণ কর্তৃক পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এবং

যেহেতু বর্তমান বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (Bangladesh telecommunications Company limited) এ কর্মরত প্রকৌশলীবৃন্দ কর্তৃক পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তাহাদের গোষ্টিগত স্বার্থ সংরক্ষণ ও গুনগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যৌথভাবে সচেষ্ট হইবার প্রয়াসে একটি এসোসিয়েশনের গঠন ও ইহার গঠনতন্ত্র করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়;

সেহেতু ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসের ১ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার দিন হইতে এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হইবে।

১। নাম করণঃ

এই সংগঠনের নাম “বিটিসিএল প্রকৌশলী পরিষদ”র নামে পরিচিত ও অভিহিত হইবে এবং এই গঠনতন্ত্রের পরবর্তী অনুচ্ছেদ সমূহে শুধুমাত্র পরিষদ নামে উল্লেখিত হইবে।

২। অবস্থিতি ঃ

পরিষদের নিবন্ধিত কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, টেলিযোগাযোগ ভবন, বিটিসিএল-এ অবস্থিত থাকবে।

৩। ভাষা

ফোরামের দাপ্তরিক ভাষা হবে বাংলা। তবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার এবং গঠনতন্ত্রের ইংরেজি সংস্করণ প্রচলিত থাকবে।

৪। প্রতীক/মনোগ্রাম

পরিষদের একটি নিজস্ব মনোগ্রাম থাকিবে। উক্ত মনোগ্রামটি পৃথিবীর প্রতীক একটি গ্লোবের উপর দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে উত্তর পূর্ব দিকে তির্যক একটি গ্লোবের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কানেক্টিং রিং থাকিবে, গ্লোবের মাঝখানে বিটিসিএল লিখা থাকিবে, বিটিসিএল লিখার ডান পার্শ্বে একটি পুশ বাটন টেলিফোন সেট এবং বিটিসিএল লিখার বাম পার্শ্বের বাহু বরাবর একটি রাউটার দ্বারা ওয়াই ফাই সংযোগের ছবি থাকবে এবং গ্লোবের নিচে বৃত্তাকারে “বিটিসিএল প্রকৌশলী পরিষদ” কথাগুলো লেখা থাকিবে।

৫। পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

সম্পূর্ন অরাজনৈতিক ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিষদ নিম্ন বর্নিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইবে;

ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিধি বিধান মোতাবেক বা তদানুসারে বিসিএল এ কর্মরত সকল সহকারী ব্যবস্থাপক (টেকনিক্যাল) ও ততোর্ধ পদ মর্যাদার ইঞ্জিনিয়ারগনের মর্যাদা রক্ষা, কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধন করা এবং পরিষদের সদস্যদের অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও একতাবোধ জাগ্রত করতে উৎসাহিত করণ।

খ) একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজের আওতায় পরিষদের সদস্যদের ন্যায্য পেশাগত অধিকার যথা চাকুরী কাঠামোর বেতনক্রম, পদমর্যাদা, পদোন্নতি ও পারস্পরিক জ্যৈষ্ঠতা, সুযোগ-সুবিধাসমূহ সুরক্ষা ইত্যাদি সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ সরকারী বিধি মোতাবোক প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করণ এবং সদস্যদেরকে জাতীয়, সামাজিক, ব্যক্তিগত, নৈতিক ও পেশাগত উন্নয়নে তাদের যথার্থ দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করা।

গ) পরিষদের অবসর প্রাপ্ত সদস্যদের সম্মানী হিসাবে অর্ন্তভূক্তকরণ, পরিষদের কর্মকান্ডে যথাসম্ভব সম্পৃক্তকরণ ও সদস্যদের মধ্যে তাহাদের পেশাগত অভিজ্ঞতা মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিনিময়ের ব্যবস্থা করণ।

ঘ) পরিষদের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ প্রকৌশল বিষয়ে ব্যবহারিক ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে সহায়তাকরণ।

ঙ) পরিষদের সদস্যদের পেশাগত ও চাকুরী সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মুক্ত আলোচনা ও সদস্যদের মতামত, পরামর্শ বিনিময় করিবার কার্যকরী সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

চ) টেলিযোগাযোগে নতুন ও উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা, উন্নয়ন, প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে সম্পর্কযুক্ত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক স্থাপন ও প্রসার এবং এইরুপ প্রযুক্তি সংক্রান্ত সুপারিশ গ্রহণ ও প্রদান।

ছ) টেলিযোগাযোগ সেবার সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা।

জ) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস সহ অন্যান্য সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রকৌশলীবৃন্দ কতৃক প্রতিষ্ঠিত সমিতি/পরিষদ সমূহের সহিত যোগাযোগ রক্ষাকরণ ও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় ও সমন্বয় সাধন।

ঝ) আর্ন্তজাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) একটি সদস্য দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে ক্ষেত্র বিশেষে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিঃ এর পক্ষে আইটিইউ এর আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে কর্মসূচী সমূহ যথাযথভাবে পালন ও পরামর্শ গ্রহণ।

ঞ) প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত জাতীয় জরুরী পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছাসেবা প্রদান।

ট) টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ও পেশা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে বক্তৃতা, আলোচনা সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রকাশনা ও প্রদর্শনী ইত্যাদি আয়োজনের ব্যবস্থা করণ।

ঠ) পরিষদের কল্যালমূলক কার্যাবলীর সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষ সাধন এবং সদস্যবর্গ ও তাহাদের পরিবারের আপদকালীন প্রয়োজনে যথাসম্ভব সহায়তা প্রদান।

ড) পরিষদের সদস্যবর্গ ও তাহাদের পরিবারের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

ঢ) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ বা অনুরুপ অন্যান্য পেশাগত ইনস্টিটিউশন কে পেশাগত ও কারিগরি বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান।

ণ) যে কোন চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ যাহা পরিষদের সদস্যদের পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এবং জৈষ্ঠতা লজ্ঘনের কোন উদ্যোগ আদেশ যাহা পরিষদের সদস্যদের প্রতি অবিচার বা বঞ্চনা/অধিকার হরণ বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় তাহা বাতিল করার উদ্যোগ গ্রহণ।

ত) পরিষদের সদস্যদের জন্য সম্মানজনক চাকুরীর পরিবেশ তৈরী এবং মানহানিকর যে কোন অপতৎপরতা দূরীকরণে সর্বাত্নক ব্যবস্থা গ্রহণ।

দ) রাষ্ট্র এবং জনকল্যানে কাজ করে যাওয়া টেলিযোগাযোগ সেক্টরের প্রকৌশলীবৃন্দের সহিত সকল ক্যাডার সার্ভিস সমূহের বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণ এবং বৈষম্য সৃষ্টি করিতে পারে এইরুপ যে কোন উদ্যোগ আদেশ রহিতকরনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ধ) বিটিসিএল এ কর্মরত টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী সদস্যদের যাবতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ এবং এ বিষয়ে সরকারের সহিত প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

ন) পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে প্রাসঙ্গিক ও সহায়ক এ ধরনের অন্য সকল কাজ ও করণীয় সম্পাদন করা।

৬। পরিষদের তহবিল

পরিষদের চার প্রকার তহবিল থাকবে ক) সাধারণ তহবিলঃ সদস্যদের প্রবেশ ফি এবং জীবন সদস্যদের চাঁদা ব্যতীত অন্যান্য চাঁদা, দান, অনুদান, নগদ জামানতের উপর মুনাফা, সম্পদের আয় সাধারণ তহবিল হিসেবে পরিগণিত হবে যা কোন একটি তফসিলী ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে।

খ) স্থায়ী আমানত তহবিলঃ সদস্যদের প্রবেশ ফি ও জীবন সদস্যদের চাঁদা এবং সাধারণ তহবিলের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) স্থায়ী আমানত হিসেবে তফসিলী ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হবে।

গ) সংরক্ষিত তহবিলঃ মোট আয়ের ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) সংরক্ষণ করা হবে। এই তহবিলের অর্থ কেবলমাত্র ফোরামের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে।

ঘ) কল্যাণ তহবিলঃ কল্যাণ তহবিলের অর্থ দেশের একটি তফসিলভুক্ত ব্যাংকে সংরক্ষণ করতে হবে। সদস্যদের কাছ থেকে বিশেষ দান বা ধার্যকৃত অর্থ এবং অন্যান্য উৎস থেকে উদার সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে কল্যাণ তহবিল সংগ্রহ ও জোরদার করতে হবে এবং উল্লেখিত অর্থ একটি ব্যাংকে স্বতন্ত্র হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি অস্বচ্ছল সদস্যদের আপদকালীন সাহায্যের জন্য কল্যাণ তহবিল পরিচালনা করবে।

৭। পরিষদের শাখাসমূহ

পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এর নিম্নরূপ শাখা কমিটি গঠন করা যাবে-

সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বিভাগগুলো বি টি সি এল প্রকৌশলী পরিষদের বিভাগীয় শাখা হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ন্যূনতম ১০ জন প্রকৌশলীকে অবশ্যই বিটিসিএল প্রকৌশল পরিষদের সদস্য হতে হবে।

৮। সম্পদ ব্যবস্থাপনা

পরিষদের সকল সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত থাকবে সাধারণ পরিষদের (General Body সংক্ষেপে GB) উপর। এই পরিষদ যেভাবে সঠিক মনে করিবে সেভাবে তা বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তরের পূর্ণ ক্ষমতা, এখতিয়ার, দায়িত্বের অধিকারী হইবে এবং সাধারণ পরিষদের বা জিবির অনুমোদন ব্যতিরেকে পরিষদের কোন সম্পত্তি, ভূমি ও এখতিয়ারাধীন সম্পদ বিক্রয় অথবা বন্ধক দান অথবা অন্য কোন রকম হস্তান্তর করা যাইবে না। স্বেচ্ছামূলক দান অথবা অন্য কোনভাবে প্রাপ্ত এ ধরনের সম্পত্তি অথবা অর্জিত সম্পদ অথবা আয় বা রাজস্ব যাই হোক না কেন তাহা কোন অবস্থাতেই কোন সদস্যের মাঝে কোন লভ্যাংশ, উপহার বা বোনাস হিসেবে প্রদান করা যাইবে না এবং এতদ্বারা তা "সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ।" ফোরামের সকল সম্পদ-সম্পত্তি যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করিতে হইবে এবং স্টক রেজিস্ট্রারে তা নিয়মানুগভাবে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৯। পরিষদের কর্তব্য ও ক্ষমতা ঃ

পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করা হবেঃ-

ক) পরিষদের সামগ্রিক দায়িত্ব এবং ৫ অনুচ্ছেদ বর্নিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সার্বিক ব্যবস্থাপনা;

খ) পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনা, এর জনবল, কাঠামো এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাকুরীবিধি সম্পর্কিত নীতিমালা তৈরি করা।

গ) পরিষদের কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য গঠনতন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ন উপ-বিধিসমূহ প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন;

ঘ) পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ও অন্যান্য সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঙ) প্রত্যেকটি বার্ষিক সাধারণ সভা বিশেষ সাধারণ সভা ও তলবী সাধারণ সভার কার্যবিবরনী প্রনয়ন ও উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক প্রতীক স্বাক্ষরিত সিদ্ধান্ত সমূহ ও সভার কার্যবিবরণী সমিতির সাধারণ সদস্যদের মধ্যে বিতরণ এর ব্যবস্থা গ্রহণ।

চ) পরিষদের সদস্যদের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি ইত্যাদি প্রনয়ণ।

ছ) পরিষদের কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিষদ যে কোন সাধারণ সদস্য/সদস্যাগণ সমন্বয়ে উপকমিটি সমূহ গঠন এবং উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক বা একাধিক সদস্যকে দায়িত্ব অর্পণ।

জ)পরিষদের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য অফিস, লাইব্রেরী, রিডিং রুম, ক্লাব, অডিটরিয়াম, কমিউনিটি সেন্টার, সুইমিং পুল, জিমনেসিয়াম এবং প্রকৌশল পরিষদের ভবনে অবস্থিত সকল ভৌত সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ঝ) পরিষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক তহবিলের একটি নির্দিষ্ট অংশ বিনিয়োগ করা।

ঞ) কোন অবস্থায় বা উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউশন কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রচলিত আইনসমূহের সাধারণ আওতা ও প্রকৃত উদ্দেশ্যের পরিপন্থি কোন প্রস্তাব গ্রহণ বা উপবিধি প্রণয়ন করা যাবে না এবং যদি এ ধরনের কোন বিধি বা উপবিধি প্রণয়ন করা হয় তা পুরোপুরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

ট) ইনস্টিটিউশন সদস্যদের আর্থিক লাভ বা মুনাফার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত অনুচ্ছেদ ৯-এ উলিণ্ডখিত ব্যবসা ও লেনদেন ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা বা লেনদেনে নিয়োজিত হবে না। ফোরামের কোন সম্পত্তির উপর কোন সদস্যের কোন ব্যক্তিগত দাবী থাকবে না এবং পরিষদের স্বার্থে কেন্দ্রীয়

কার্যনির্বাহী কমিটি (সিইসি) সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিষদের সদস্যদেরকে ঐসব কর্মকান্ড যেমনঃ ভ্রমণ ও দৈনন্দিন কাজের ভাতা ব্যতিরেকে কোন প্রকার ডিভিডেন্ড অথবা বোনাস অথবা অন্য কোনভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুনাফা হিসাবে কিছু দেয়া যাবে না।

ঠ) প্রকৌশল পরিষদের ভবন ব্যবস্থাপনা নীতি ও বিধানাবলী অনুযায়ী ভবন পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ড) পরিষদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি (সিইসি) এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইনস্টিটিউশন সদস্যদেরকে কোন কর্মকর্তা- পরিচালনার জন্য ভ্রমণ ও দৈনন্দিন ভাতা (টিএ,ডিএ) প্রদান করতে পারবে

ঢ) উপযুক্ত স্থানসমূহে পরিষদের নতুন শাখাসমূহ ও ভবন প্রতিষ্ঠা করা।

ণ) পরিষদের পক্ষ হইতে টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ও পেশা ভিত্তিক যে কোন সাময়িক/বার্ষিকী প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

ত) পরিষদের স্বার্থে নতুন ভবন নির্মাণ, উপযুক্ত ভূমি ক্রয় এবং অথবা সম্পত্তি ভাড়া করা বা ভাড়া খাটানো, বন্ধক, বিক্রয় করা।

প্রয়োজনে তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহ এবং ইনস্টিটিউশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ঋণ গ্রহণ।

থ) পরিষদের আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ এবং উহার বিবরণী চূড়ান্ত করণ এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের ব্যবস্থা করণ।

দ) বার্ষিক কার্যক্রমের কার্যবিবরণী বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করণ।

ধ) পরিষদের দৈন্দিন ও কার্যাবলী পরিচালনাকরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিয়ম ও বিধানাবলী

১০। পরিভাষাসমূহের সংজ্ঞা

ক) 'পরিষদ' অর্থ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী পরিষদ যা সংক্ষেপে "বি প্র পি", নামে অভিহিত হবে।

খ) 'গঠনতন্ত্র' অর্থ সময়ে সময়ে প্রণীত ও গৃহীত পরিষদের বিধি, বিধান ও উপবিধিসমূহ।

গ) 'কমিটি' অর্থ গঠনতন্ত্রের বিধান অনুসারে পরিষদের সাধারণ সদস্যদের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট কার্যকালের জন্য গঠিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি (সিইসি)।

ঘ) 'সদস্য' অর্থ এই অধ্যায়ের ধারা-১৫-এর বিধান অনুসারে যথাযথভাবে তালিকাভুক্ত পরিষদের সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্য বুঝাবে।

ঙ) 'কাউন্সিল' অর্থ শাখা-সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত কাউন্সিলরদের পরিষদ। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যগণও কাউন্সিলর হিসাবে বিবেচিত হবেন।

চ) 'সাধারণ পরিষদ' অর্থ পরিষদের সকল সাধারণ ও জীবন সদস্যদের দ্বারা গঠিত একটি পরিষদ।

ছ) 'নোটিশ বা 'বিজ্ঞপ্তি' অর্থ লিখিত, টাইপকৃত বা মুদ্রিত এবং স্বাক্ষরের জন্য যথাযথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কোন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি পত্র বুঝাবে।

জ) 'অর্থ বছর' অর্থ ৩১ ডিসেম্বরে সমাপ্ত ১২ (বার) মাসের খ্রিস্টীয় বছর।

ঝ) 'সাধারণ সীলমোহর' অর্থ পরিষদের প্রতীক খোদাইকৃত একটি সীলমোহর।

ঞ) 'কার্যকাল' অর্থ ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরপর দুটি ক্যালেন্ডার বর্ষ নিয়ে গঠিত মেয়াদ, যার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও শাখাসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়।

ট) 'প্রকৌশলী' অর্থ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকৌশলের বিভিন্ন শাখা হতে ন্যূনতম স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী প্রাপ্ত এবং বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর (কারিকুল্যাম বিবেচনা করে সিইসি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে) ডিগ্রী প্রাপ্ত একজন ব্যক্তি।

ঠ) 'শাখা' অর্থ একটি নির্দিষ্ট বিভাগে গঠিত পরিষদের একটি শাখা। স্ব স্ব এলাকার সীমানার মধ্যে কর্মরত বা বসবাসরত সকল সাধারণ ও আজীবন সদস্যগণ আবশ্যিকভাবে ঐ নির্দিষ্ট শাখায় তালিকাভুক্ত হবেন।

ড) 'পরিষদের বর্ষ' অর্থ ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বছর সময় কাল।

ঢ) 'কর্মকর্তা' বলতে সভাপতি, সহ-সভাপতি, মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষসহ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সকল সম্পাদককে বুঝায়।

ণ) 'নিয়মিত সদস্য' অর্থ বি টি পি পি'র নির্ধারিত চাঁদা যথা সময়ে পরিশোধপূর্বক হালনাগাদকৃত সদস্য।

১১। পরিভাষা ও ব্যাখ্যা

ভিন্ন কোন অর্থ থাকলেও পরিষদের বিষয়াবলীর পরিভাষা ও ব্যাখ্যাসমূহ গঠনতন্ত্রে যেমন বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই হবে।

১২। সদস্যপদ নিবন্ধনীকরণ পদ্ধতি

গঠনতন্ত্রের ধারা-১০ (ট) মোতাবেক বিটিসিএল এ সরাসরি সহকারী ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত (চুক্তিভিত্তিক নয়) এবং বি টি সি এল এ কর্মরত বিসিএস (টেলিকম) ক্যাডারের যে কোন প্রকৌশলী আবশ্যকীয় ফি প্রদান করে পরিষদের সদস্য হতে পারবেন। আবেদনকারীকে পরিষদের নির্ধারিত আবেদন পত্র যা 'সদস্য পদের আবেদনপত্র' পূরণ করে স্থানীয় শাখার সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে অথবা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট গ্রহণযোগ্য প্রকৃত প্রকৌশলী কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত হয়ে নিজ স্বাক্ষরসহ আবেদন করতে হবে। পরিষদের মহাসচিব ফিসহ প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই বাছাই করে তা অনুমোদনের জন্য

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। সভায় অনুমোদিত আবেদনকারীর নাম পরিষদের নিবন্ধন বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে। এই গঠনতন্ত্র বলবৎকরনের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত যাহারা সমিতির সদস্য আছেন, তাহাদের সদস্যপদের জন্য পুনরায় আবেদনের প্রয়োজন নাই।

১৩। সম্মানী সদস্য

নিম্নবর্নিত কর্মকর্তাগণ যাহারা সমিতির সদস্য থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহন করিয়াছেন, তাহারা সমিতির সম্মানিত সদস্য হিসাবে পরিগনিত হইবে। সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে সম্মানী সদস্যগনের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না ও তাহারা সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদের জন্য নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন না। তবে অন্যান্য সকল কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ক) বিসিএস টেলিকম ক্যাডারের অবসর প্রাপ্ত সদস্য যাহারা বিটিসিএল বা কোন সরকারী পদে চুক্তি ভিত্তিক নিযুক্ত।

খ) বিসিএস টেলিকম ক্যাডারের অবসর প্রাপ্ত সদস্য যাহারা অন্য কোন বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত।

গ) বিসিএস টেলিকম ক্যাডারের অবসর প্রাপ্ত সদস্য যাহারা কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মরত না থাকিয়া অবসর জীবন যাপন করিতেছেন।

ঘ) প্রকৌশল তথা সমগ্রিকভাবে আর্থসামাজিক উন্নয়নে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন এমন ব্যক্তিত্ব

জাতীয় ব্যক্তিত্বের নাম পরিষদের অন্তত ২৫(পঁচিশ) জন সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত হতে হবে। প্রস্তাবিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নাম কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর মহাসচিব উক্ত ব্যক্তিগণের সম্মতি গ্রহণ করবেন। সাধারণ সভায় সিইসি প্রস্তাবিত সম্মানিত সদস্যগণের নাম অনুমোদনের পরই তা পরিষদের নিবন্ধন বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে কোন ক্ষেত্রে তার কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

১৪। সদস্যপদ

পরিষদে দু'ধরনের সদস্য থাকবে। যথাঃ সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্য।

ক) গঠনতন্ত্রে বর্ণিত সংজ্ঞানুসারে পরিষদে নিবন্ধনকৃত সকল প্রকৌশলী এক একজন সাধারণ সদস্য।

খ) পরিষদে ৫(পাঁচ) বছর যাবত নিষ্ঠা সহকারে অব্যাহতভাবে সেবা দানকারী একজন সাধারণ সদস্য পরিষদ পরিষদে ৫(পাঁচ) বছর যাবত নিষ্ঠা সহকারে অব্যাহতভাবে সেবা দানকারী একজন সাধারণ সদস্য অত্র অনুচ্ছেদের ২১ (ক) ধারায় নির্দিষ্ট ফি পরিশোধ সাপেক্ষে একজন সদস্য অবসর গ্রহনের আগ পর্যন্ত যতদিন সমিতির সদস্য হইবার যোগ্য থাকিবেন, ততদিন তিনি সমিতির আজীবন সদস্য থাকিবেন।

১৫। সদস্যপদ স্থগিতকরন ও পুনঃসদস্যকরণ

ক) কোন সদস্য যিনি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে পরপর দু'বছরের তার চাঁদা পরিশোধ করেননি, পরিষদে তার সদস্যপদ আপনা আপনি স্থগিত হয়ে যাবে। পুনঃসদস্য পদ প্রাপ্তির জন্য তাঁকে সমুদয় বকেয়া চাঁদাসহ পূর্ণ প্রবেশ ফি পরিশোধ করতে হবে, তবে অতি বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি তার আংশিক অথবা সমুদয় বকেয়া মওকুফ করে দিতে পারবে।

খ) কোন সদস্যের দুই পঞ্জিকা বর্ষের বার্ষিক চাঁদা অপরিশোধিত থাকলে তিনি সংশ্লিষ্ট মেয়াদ/কার্যকালের জন্য পরিষদের কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার যোগ্যতা হারাবেন, নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না এবং পরিষদে প্রদত্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হবেন।

গ) প্রকৌশলীদের কোন গ্রুপ, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী পরিষদের সমান্তরাল কোন সংগঠন গঠন করলে ঐসব প্রকৌশলী পরিষদের সদস্যপদ হারাবেন।

১৬। সদস্যপদ বাতিল

মৃত্যু, পদত্যাগ ও বহিস্কারের ক্ষেত্রে সদস্যপদ আপনা আপনিই বাতিল হয়ে যাবে।

১৭। পদত্যাগ

যে কোন সাধারণ বা আজীবন সদস্য সংশ্লিষ্ট শাখার সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে মহাসচিবের উদ্দেশ্যে কারণ বর্ণনাসহ লিখিতভাবে তার সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন। মহাসচিব সিদ্ধান্তের জন্য তা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে পেশ করবেন। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদন ও গ্রহণের তারিখ থেকে পদত্যাগ কার্যকর হবে। অবশ্য, সংশ্লিষ্ট সদস্য ইচ্ছা করলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে গৃহীত হবার পূর্বে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন।

১৮। সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার

নিম্ন বর্নিত এক বা একাধিক কারনে সমিতির যে কোন সদস্যের সদস্যপদ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে অবলুপ্ত হইতে পারে।

ক) অন্য কোন সার্ভিস সমিতির সদস্যভুক্ত হইলে।

খ) কোন সদস্য সমিতির লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও স্বার্থের পরিপন্থি কোন কাজ বা গঠনতন্ত্রে বা উপ-বিধিমালা বা সমিতির কর্মসূচী বা সিদ্ধান্তের প্রতি ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবার কারনে অথবা সদস্য সহকর্মীদের সহিত দূর্ব্যবহার ও অভদ্র আচরণ করিবার কারনে অথবা ক্যাডারের পেশাগত সুনাম ক্ষুন্ন হয় এইরুপ কাজে লিপ্ত হইলে অথবা প্রকৌশল পেশায় সর্বজন গৃহীত নীতিবোধের অবমাননা করিলে অথবা নৈতিক অবনতির অভিযোগে অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে সভায়/তলবী সভায় তাহাকে তিরস্কার করা হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে নিন্দা সূচক প্রস্তাব পাশ করা হইবে। অবস্থা বিশেষে এই ক্ষেত্রে উক্ত সভায় গোপন ভোটে গৃহীত উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিক্রমে তাহার সদস্য পদ অবলুপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যাইবে।

গ) কোন সদস্যের মৃত্যু ঘটিলে।

এ ধরনের ঘটনায় অভিযোগ প্রাপ্তির পর এক মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সভাপতির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবে। তদন্ত কমিটি গঠনের দাপ্তরিক বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে রিপোর্ট পেশ করবে। দায়ী ব্যক্তিকে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হয়ে বা লিখিতভাবে তার আচরণ ব্যাখ্যা বা সমর্থনের জন্য অনধিক তিন সপ্তাহের একটি যুক্তিসঙ্গত সময় দেয়া হবে। চূড়ান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে কাউন্সিল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে দোষী ব্যক্তিকে বহিষ্কার পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করতে পারবে। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি আবশ্যকীয় মনে করলে তার সদস্যপদ যে কোন মেয়াদের জন্য স্থগিত করতে পারবে। অবশ্য অভিযুক্ত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা পূনর্বিবেচনার জন্য মহাসচিবের কাছে আবেদন জানাতে পারেন।

১৯। সদস্য পদে পুর্নবহালঃ

ক) অন্য কোন সার্ভিস সমিতির সদস্য থাকার কারনে তাহার সদস্য পদ অবলুপ্ত হইলে এবং তিনি পরবর্তীতে উক্ত সার্ভস সমিতির সদস্য পদ হইতে অব্যাহতি গ্রহন পূর্বক আবেদন করিলে কার্যনির্বাহী পরিষদ তাহা বিবেচনা পূর্বক তাহাকে সমিতির সদস্য পদে পুর্নবহাল করিতে পারিবে।
খ) মৃত্যু অথবা ক্যাডার সার্ভিস বা চাকুরী হইতে পদত্যাগ বা অপসারনের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন কারনে সদস্যপদ অবলুপ্ত হইলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি বরাবরে সংশ্লিষ্ট সদস্যের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সদস্য পদ অবলুপ্ত হইলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতির বরাবরে সংশ্লিষ্ট সদস্যের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ বা তলবী সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাহাকে সমিতির সদস্য পদে পুর্নবহাল করা যাইবে।

২০। সদস্যদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা

সাধারণভাবে একটি গণতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে পরিষদের যাবতীয় বিষয়ে প্রত্যেক সদস্য সমানাধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন এবং পরিষদের যাবতীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করবেন।

২১। ফি ও বার্ষিক চাঁদা

ক) প্রত্যেক সাধারণ সদস্যকে ১০০.০০(একশত) টাকা নিবন্ধন ফি এবং প্রতিমাসে ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা অথবা ৬০০০.০০(ছয় হাজার) টাকা বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করতে হবে। পক্ষান্তরে আজীবন সদস্যপদের জন্য ১০০০০.০০(দশ হাজার) টাকা এককালীন পরিশোধ করতে হবে। সদস্য সনদপত্র ফি ১,০০০.০০(এক হাজার) টাকা। কোন সদস্যের নিকট বকেয়া পাওনা থাকলে তা সনদপত্র ফি'র সাথে পরিশোধ করতে হবে।
খ) "বিপ্রপ"র কোন সদস্যকে বিটিপিপি ভবনের কোন সুযোগ গ্রহণ করতে হলে তাকে আজীবন সদস্য ও নিয়মিত চাঁদা প্রদানকারী সদস্য হতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিষদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা

২২। সার্বিক ব্যবস্থাপনা

পরিষদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ন্যস্ত থাকবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের উপর।

২২.১। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদঃ

২২.১.১। গঠনতন্ত্রের বিধিমালা ও পরিষদেও আদর্শের অনুকূলে গৃহীত উপ-বিধিমালায় বর্নিত পদ্ধতি মোতাবেক সমিতির সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা এবং ইহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি নির্ধারিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ (এই গঠনতন্ত্রে “সিইসি” হিসাবে উল্ল্যেখিত) থাকিবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ সমিতির পক্ষে সমিতির সকল কার্যপরিচালনা করিবেন।

২২.১.২। সিইসিতে নিম্নলিখিত ১৫ টি পদের বিপরীতে মোট ২৫ জন কার্যনির্বাহী সদস্য থাকিবেন। ২৫ জন কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দের সকলেই সমিতির সদস্যবৃন্দের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নোক্ত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবেঃ

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	পদের সংখ্যা
০১	সভাপতি	০১ টি
০২	সিনিয়র সহ-সভাপতি	০১ টি
০৩	সাধারণ সম্পাদক	০১ টি
০৪	সহ-সভাপতি (পুরুষ)	০১ টি
০৫	সহ-সভাপতি (মহিলা)	০১ টি
০৬	যুগ্ন সম্পাদক	০২ টি
০৭	সাংগঠনিক সম্পাদক	০১ টি
০৮	দপ্তর সম্পাদক	০১ টি
০৯	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	০১ টি
১০	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	০১ টি
১১	প্রচার, গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক	০১ টি
১২	আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	০১ টি
১৩	তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক	০১ টি
১৪	কোষাধ্যক্ষ	০১ টি
১৫	সদস্য	১০ টি
	সর্বমোট=	২৫ টি

২২.১.৩। সিইসি'র কর্তব্য ও ক্ষমতা ঃ

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাজ হলো পরিষদ পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করা এবং গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের আওতাধীন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা। কমিটি প্রতি মাসে অন্তত একবার এবং পরিষদ বছরে কমপক্ষে ১২ (বার) বার সভা অনুষ্ঠিত হইবে। কমিটি পেশার মর্যাদা রক্ষা ও কল্যাণ সাধন এবং পরিষদের স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সমাবেশ অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ইত্যাদিসহ অন্য সকল কাজ সম্পাদন করিবে। কমিটি পরিষদের কর্মপরিধি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আওতায় উপযুক্ত বিবেচনা মতো যখন যেইভাবে প্রয়োজন তেমন মেয়াদ ও শর্তে উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে। কমিটির নিকট যে সকল কর্মকান্ড পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আংশিক ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের প্রয়োজন ও আবশ্যকীয় বলে প্রতীয়মান হইবে সেসব কর্মকান্ড সম্পাদন করিবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির গৃহীত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে বিভাগীয় সকল শাখায় কমিটি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিবে। এক নজরে কমিটির কার্যাবলী হইলোঃ

ক) পরিষদের সামগ্রিক দায়িত্ব এবং ৫ অনুচ্ছেদ বর্নিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সার্বিক ব্যবস্থাপনা;

খ) পরিষদের কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য গঠনতন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ন উপ-বিধিসমূহ প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন;

গ) পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ও অন্যান্য সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ) প্রত্যেকটি বার্ষিক সাধারণ সভা বিশেষ সাধারণ সভা ও তলবী সাধারণ সভার কার্যবিবরনী প্রনয়ন ও উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক প্রতীক স্বাক্ষরিত সিদ্ধান্ত সমূহ ও সভার কার্যবিবরণী পরিষদের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে বিতরণ এর ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঙ) পরিষদের সদস্যদের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি ইত্যাদি প্রনয়ণ।

চ) পরিষদের কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিষদ যে কোন সাধারণ সদস্য/সদস্যাগণ সমন্বয়ে উপকমিটি সমূহ গঠন এবং উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক বা একাধিক সদস্যকে দায়িত্ব অর্পণ।

ছ) পরিষদের পক্ষ হইতে টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ও পেশা ভিত্তিক যে কোন সাময়িক/বার্ষিকী প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

জ) পরিষদের আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ এবং উহার বিবরণী চুড়ান্ত করণ এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের ব্যবস্থা করণ।

ঝ) বার্ষিক কার্যক্রমের কার্যবিবরণী বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করণ।

ঞ) পরিষদের দৈন্দিন ও কার্যাবলী পরিচালনাকরণ।

২২.১.৪। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কাজ

পরিষদের সকল সদস্য সমিতির সকল কার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য যৌথভাবে সমিতির নিকট দায়ী থাকিবেন এবং নিম্ন বর্নিত দায়িত্ব পালন করিবেন।
ক) সভাপতি ঃ পরিষদের সভাপতি পদাধিকারবলে সমিতি আইনগত প্রধান হইবেন। পরিষদের সকল উপস্থিত সভাসহ সমিতির যে কোন সভায় তিনি সভাপতি হইবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত সহ-সভাপতিগনের মধ্য হইতে সিনিয়র সহ-সভাপতিকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করিবেন।

১. পরিষদের সভাপতি পদাধিকারবলে সমিতি আইনগত প্রধান হইবেন। পরিষদের সকল উপস্থিত সভাসহ সমিতির যে কোন সভায় তিনি সভাপতি হইবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত সহ-সভাপতিগনের মধ্য হইতে সিনিয়র সহ-সভাপতিকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করিবেন।

২. কার্যনির্বাহী কমিটির বা সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত/সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নে সর্বাত্নক চেষ্টা করিবেন। সভার কার্য বিবরণী, স্মারকলিপি, পত্রিকায় প্রকাশের নিমিত্তে লিখিত সংবার বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদিতে স্বাক্ষর করিতে কোন রুপ কাল ক্ষেপণ, অনীহা, অপারগতা প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

৩. কার্যনির্বাহী কমিটির বা সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত/সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে সন্তোষ জনক পদক্ষেপ গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয় প্রতীয়মান হইলে তিনি তাহা সমিতিকে জ্ঞাত করাইবেন এবং প্রয়োজনে তাহার অক্ষমতার জন্য তিনি স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৪. কার্যনির্বাহী কমিটির বা সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত/সিদ্ধান্ত সমূহের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ন নয় এমন কোন মতামত জনসমক্ষে ব্যক্ত করিতে বা যোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে পারিবেন না।

৫. তিনি গঠনতন্ত্রের প্রতিটি ধারা উপধারা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন, নিশ্চিত ও সংরক্ষণ করবেন এবং পরিষদের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে সকল বিবৃতি, দলিলপত্র, ঘোষণা ও দেশে বিদেশে চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

খ) সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি ঃ সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি তাঁদের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেয়া সকল কাজ সম্পাদন করবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সংখ্যাগত অবস্থানের ক্রমানুসারে একজন সহ-সভাপতি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি/কাউন্সিল/সাধারণ পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সে ক্ষেএে তিনি সভাপতির মতোই সুযোগ ও অধিকার ভোগ করবেন।

গ) সাধারণ সম্পাদক ঃ সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সহায়তায় দক্ষতার সাথে পরিষদ পরিচালনা করবেন এবং সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে অন্ততঃপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করবেন। তিনি পরিষদের দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকবেন এবং পরিষদের কর্মকান্ড ও কাজ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিকে অবহিত করবেন। তিনি ৪৮(আটচল্লিশ) ঘন্টার বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভা আহ্বান করতে পারবেন এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুসারে আরো সংক্ষিপ্ত সময়ের বিজ্ঞপ্তিতেও জরুরী সভার আহ্বান করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি অন্তত ১০(দশ) জন সদস্য তলবী সভার জন্য লিখিত চিঠি দিলে সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শ করে উক্ত চিঠি প্রাপ্তির ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করবেন। সাধারণ সম্পাদক সুষ্ঠুভাবে পরিষদের সকল নথিপত্র, দলিলপত্র, নিবন্ধন বই প্রভৃতি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করবেন, সভাসমূহের কার্যবিবরণী প্রস্তুত করবেন এবং সভাপতির সাথে যৌথভাবে দেশে-বিদেশে সকল বিবৃতি, দলিল, ঘোষণা ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন এবং গঠনতন্ত্র অনুসারে সভাপতি তাকে যেসব কাজ করতে বলবেন তিনি সেসব কাজও সম্পাদন করবেন। তিনি পরিষদের হিসাব বই তদারক করবেন, বিল পাশ করবেন, পাওনাদি পরিশোধ করবেন এবং কোষাধ্যক্ষের সাথে যৌথ স্বাক্ষরে চেক ইস্যু ও স্বাক্ষর করবেন। তিনি পরিষদের স্বার্থে সকল সম্পাদকের কাজের সমন্বয় সাধন করবেন।

ঘ) যুগ্ম সম্পাদক ঃ যুগ্ম সম্পাদকগণ যাবতীয় সাংগঠনিক বিষয়ে সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি তাদের উপর যেসব দায়িত্ব অর্পণ করবেন তা সম্পাদন করবেন। তাদের একজন সংখ্যাগত অবস্থানের ক্রমানুসারে, সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। তারা পালাক্রমে সাধারণ সম্পাদককে বিভিন্ন সভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী লিখতে সহায়তা করবেন।

ঙ) সাংগঠনিক সম্পাদকঃ পরিষদের যাবতীয় সাংগঠনিক বিষয় সাংগঠনিক সম্পাদকের উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে পরিষদের স্বার্থে যেখানে সম্ভব সেখানে নতুন শাখা খোলার ব্যাপারে সহায়তা করবেন এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করবেন। তিনি পরিষদের সদস্যদের একটি নিবন্ধন বই সংরক্ষণ করবেন এবং সংগঠনকে জোরদার করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য শাখাগুলোকে সক্রিয় করার উদ্যোগ নেবেন। তিনি কেন্দ্র ও শাখাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

চ) দপ্তর সম্পাদকঃ পরিষদের দাপ্তরিক সকল কার্যক্রম দপ্তর সম্পাদকের উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে দাপ্তরিক দলিল, নথিপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ করবেন। তিনি আগত সকল চিঠিপত্র অবলোকন করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সারসংক্ষেপ আকারে নোটসহ সাধারণ সম্পাদকের কাছে পেশ করবেন। তিনি শাখাগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং দাপ্তরিক সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজকর্ম তদারক করবেন।

ছ) সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ সমাজকল্যাণ সম্পাদক সমাজ সেবামূলক কর্মকা-ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি পরিষদের সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের আপৎকালে সহায়তার জন্য তহবিল গঠন ও উন্নয়নের কর্মসূচি প্রণয়ন করবেন। তিনি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে কল্যাণ তহবিল যথাযথ পরিচালনার ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা নেবেন এবং গঠনতন্ত্রের ৫(ঠ), ৫/৬ ধারায় উল্লেখিত কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

জ) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকঃ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পরিষদের আভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্গন ক্রীড়া আয়োজন করবেন। তিনি পরিষদের প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত বিটিপিপি ক্লাব ব্যবস্থাপনারও দায়িত্বে থাকবেন। তিনি সময়ে সময়ে প্রয়োজনমত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করবেন। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ ব্যাপারে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হবে। তিনি ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য উৎসবাদি উদযাপনেরও ব্যবস্থা করবেন। বিটিপিপি ক্লাবের কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত টিপিপি ক্লাব ব্যবস্থাপনা উপবিধি অনুসারে।

ঝ) প্রচার, গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা সম্পাদকঃ প্রচার, গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক পরিষদের প্রচারমূলক কার্যক্রম, পরিষদের লাইব্রেরীর জন্য আধুনিক টেলিযোগাযোগ বিষয়ক জার্ণাল, বই-পুস্তক ও অন্যান্য প্রকাশনা সংগ্রহের দায়িত্বে থাকবেন। প্রচার কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হলোঃ গ্রাহকদের কাছে জার্ণাল ও সাময়িকী বিতরণ, পোস্টার ও প্রচারপত্র থাকলে তা বিতরণ এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদন সাপেক্ষে সংবাদ মাধ্যমের জন্য সংবাদ/প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও বিবৃতি তৈরি ও প্রেরণ করা। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ হতে পরিষদের সকল ধরণের কাজ, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি বুলেটিন, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচারের নিমিত্তে প্রয়োজনবোধে একটি উপ-কমিটি গঠন করে তা প্রচারের ব্যবস্থা করা তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উল্লেখ্য যে, প্রচার, গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক উক্ত উপ-কমিটির সদস্য সচিব হবেন।

ঞ) আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকঃ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশে-বিদেশে ভ্রাতৃপ্রতীম সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন এবং পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এগিয়ে নিতে সহায়ক সকল কার্যক্রম গ্রহণের দায়িত্ব পালন করবেন।

ট) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ঃ তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক প্রকৌশলী পরিষদের ওয়েব সাইট তৈরি, ব্যবস্থাপনা, সদস্যদের ডাটাবেজ তৈরি ও ব্যবস্থাপনাসহ কৃষি বিষয়ক তথ্য ও কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি পরিষদ-এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রমের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন।

ঠ) কোষাধ্যক্ষঃ কোষাধ্যক্ষ তহবিলের রক্ষক হিসাবে গঠনতন্ত্রে বর্ণিত আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করে পরিষদের আয়-ব্যয় ও হিসাব দেখাশুনা করবেন। তিনি সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব বা কোন তফসীলী ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করবেন। তিনি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় খরচের হিসাব পেশ করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ করে বছরের শুরুতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করবেন। পরিষদের হিসাব বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) অবহিতকরণ ও অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত চাটার্ড একাউন্ট ফার্ম দ্বারা সাধারণ সভার পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত অডিট করাবেন।

ড) সদস্যঃ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ তাঁদের পেশাগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার আলোকে নির্বাহী সদস্যগণ পরিষদের সার্বিক কার্যক্রমে সহায়তা করিবেন ও পরিষদের অনুমোদনক্রমে অন্য কোন সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

২২.২। পদত্যাগ ও শূন্য আসন পূবনঃ

ক) পরিষদের সভায় কোন গ্রহনযোগ্য কারণ ব্যতীত/সংগত কারণ ব্যতীত পরপর তিন বার অনুপস্থিত থাকিলে কারণ ব্যাখ্যা করার সুযোগ প্রদান সাপেক্ষে পরিষদের পদ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত/প্রদানের জন্য বিবেচিত হইতে পারে।

খ) পরিষদের কোন কর্মকর্তা ব্যক্তিগত কোন অসুবিধার কারণে পদত্যাগ করিবার সুযোগ থাকিবে। এই ক্ষেত্রে সমিতির সভাপতির বরাবরে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র যোগে পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।
গ) কোন কারনে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক ব্যতীত পরিষদের কোন পদে যদি শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা হইলে শূন্য পদ পূরনের উদ্দেশ্য পরিষদের অন্য কোন সদস্যকে উক্ত পদের দায়িত্ব অর্পণ করার ক্ষমতা পরিষদের থাকিবে।
ঘ) যদি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ শূন্য হয় এবং পরিষদের মেয়াদ ৪ মাস বা তার অধিক কাল বাকি থাকে তাহলে অন্তবর্তী কালীন নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত পদ পূরণ করিতে হইবে। প্রার্থীতার অভাবে বা চার মাসের কম মেয়াদকাল বাকী থাকার ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী সদস্যদের গোপন ভোটে উক্ত পদ পূবণ করিতে হইবে।

২২.৩। সমিতির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অপসারণঃ

ক) গুরুত্বর অসাদাচরণ বা দায়িত্ব অবহেলা/উদাসীনতা, সমিতির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অস্বীকৃতি/অপারগতা প্রকাশের কারণে অপসারণ করা যাইবে।
খ) মানসিক এবং শারিরীক অসামর্থের কারণে অপসারণ করা যাইবে। ক এবং খ উভয় ক্ষেত্রেই অপসারণের উদ্দেশ্যে আয়োজিত সভায় সমিতির সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটের প্রয়োজন হইবে।

২২.৪ পরিষদের কার্যকালঃ

ক) কোন পরিষদের কার্যকাল স্বাভাবিকভাবে দুই পঞ্জিকা বর্ষ পর্যন্ত স্থায়ী হইবে অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী হইতে পরবর্তী বৎসরের ৩১ শে ডিসেম্বও পর্যন্ত হইবে এবং পরিষদ কর্মকর্তাগণও উক্ত দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত কোন কারণে সময়মত নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে পরিষদের নির্দিষ্ট কার্যকাল অনধিক দুইমাস পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে উহার পরে পরিষদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবলুপ্ত হইবে। তবে সরকারী কোন আদেশ বা জাতীয় জরুরী অবস্থার কারনে যদি সমিতির কার্যকলাপ স্থগিত হয় তাহা হইলে পরিষদ ঐ সময়ের জন্য অবলুপ্ত হইবে না।

২২.৫ পরিষদের নির্বাচনঃ

ক) প্রতি দুই বৎসর অন্তর সাধারণ সদস্যগনের গোপন ভোটের মাধ্যমে পরিষদের সকল কর্মকর্তা নির্বাচিত হইবেন। বিদায়ী পরিষদের যে কোন কর্মকর্তা পুনরায় নির্বাচনের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন তবে নির্বাচনের তফসীল ঘোষণার তারিখ হইতে পিআরএল এ গমনের পূর্বে কমপক্ষে ০২ (দুই) বৎসর চাকুরীকাল বাকী আছে এমন, সদস্য প্রার্থী হইতে পারিবেন।
খ) পরিষদের কোন কর্মকর্তা নির্বাহী সদস্যের পদ ব্যতীত, একই পদের জন্য পরপর দুই মেয়াদের বেশি নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।
গ) উপ-বিধিমালা বর্নিত নিয়মাবলী ও পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।
ঘ) কার্যকরী পরিষদ ইহার নির্দিষ্ট কার্যকালে দ্বিতীয় বৎসরের ৩০ শে নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন। নির্বাচন পূর্ববর্তী দুই মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাস হইতে কার্যকরী পরিষদ তত্ত্বাধায়ক পরিষদ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং সমিতির কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নিবেন না।
ঙ) উপ-অনুচ্ছেদ ৬.৬ এ বর্নিত কারনে পরিষদের কার্যকাল বর্ধিত হইলে পরিষদ বর্ধিত সর্বোচ্চ দুই মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য থাকিবে অন্যথায় তলবী সভার মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যবস্থা গৃহীত হইবে। তবে সরকারী কোন আদেশ বা জাতীয় জরুরী অবস্থাপর কারনে যদি সমিতির কার্যকলাপ স্থগিত হয় তাহা হইল ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

নির্বাচন

২৩। নির্বাচন কমিশনের গঠন ও কমিশনের দায়িত্ব

ক) পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় একজন চেয়ারম্যান ও ছয়জনকে সদস্য করিয়া নির্বাচন কমিশন, সংক্ষেপে ইসি গঠিত হইবে।

খ) ইসি'র চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে অবশ্যই পরিষদের নিয়মিত সদস্য হইতে হইবে। ইসি'র চেয়ারম্যান এবং অন্ততঃপক্ষে দু'জন সদস্যকে অবশ্যই ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় বসবাসরত হইতে হইবে। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কোন অবস্থাতেই কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা কোন শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদে নির্বাচন করিবার অথবা কোন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিবার অধিকার থাকিবে না।

গ) ইসি'র চেয়ারম্যান যদি শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম হইয়া পড়েন তাহা হইলে পদত্যাগ করিতে পারিবেন অথবা যদি মৃত্যুবরণ করিয়া থাকেন সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ইসি'র সবচেয়ে সিনিয়র সদস্যকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করিবে এবং ইসি একটি সভায় মিলিত হইয়া পরিষদের নিয়মিত সদস্যদের মধ্য থেকে উক্ত শূন্য পদে একজন সদস্য কো-অপ্ট করিবে। অনুরূপভাবে যদি ইসি'র একজন সদস্যপদে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তাহলে শূন্য পদটি উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণে কো-অপ্ট করে পূরণ করিতে হইবে।

ঘ) ইসি পরিষদের সকল নির্বাচনী বিষয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবে। ইসি'র উপর অথবা ইসি'র চেয়ারম্যানসহ কোন সদস্যের উপর কোন সদস্য বা সদস্যদের তরফ থেকে অন্যায় প্রভাব বা চাপ সৃষ্টি করা হইলে তা নির্বাচনের স্বচ্ছতার লংঘন বলে বিবেচিত হইবে। ইসি'র চেয়ারম্যানসহ কোন সদস্যের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষতা ভঙ্গ অথবা ইসি'র চেয়ারম্যানসহ কোন সদস্যের উপর বা কোন ভোটারের উপর পরিষদের কোন সদস্য কর্তৃক অন্যায় প্রভাব, চাপ বা হুমকি সৃষ্টি করা হইলে, তার প্রতিষ্ঠানিক পদমর্যাদা যাই হোক না কেন, তিনি পরিষদের গঠনতন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ধারা ১৮-এ বর্ণিত বিধান অনুসারে শাস্তির যোগ্য হবেন এবং তাঁর পরিষদের সদস্য পদ বাতিল হতে পারে।

ঙ) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন পরিচালনা করবে ইসি, যা প্রতি দুই বছর পরপর সংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহের মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫(পনের) দিন পূর্বে অনুষ্ঠিত হইবে এবং ইসি, চেয়ারম্যান কর্তৃক ফলাফল ঘোষিত হইবে।

চ) যদি অনিবার্য কারণবশত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে না পারে, তাহা হইলে ইসি নির্বাচনের একটি নতুন তারিখ নির্ধারণ করবে, তবে কোন অবস্থাতেই তা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ থেকে ৯০(নব্বই) দিন অতিক্রম করবে না। এক্ষেত্রে বিদ্যমান কমিটি নির্বাচনের ফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত সাংগঠনিক কর্মকান্ড চালাইয়া যাইবে। এমনকি জাতীয় দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের কারণে ৯০ (নব্বই) দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে না পারে তাহলে জরুরি সাধারণ সভায় গঠিত ৫(পাঁচ) সদস্যের একটি আন্তবর্ব্রতীকালীন কমিটি পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সাপেক্ষে নৈমিত্তিক কর্মকান্ড পরিচালনা করিবে এবং নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে। এ ক্ষেত্রে বিলম্বিত সময় পরবর্তী কমিটির কার্যকাল বলে বিবেচিত হইবে। উল্লেখিত অর্ন্তবর্তীকালীন কমিটির ৫(পাঁচ) সদস্য উক্ত মেয়াদে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

ছ) কার্যনির্বাহী কমিটি যেসব সদস্যের নির্বাচন বৎসর পর্যন্ত সকল ফি পরিশোধিত তাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে সদস্যদের যাচাইয়ের ব্যবস্থা করবে এবং পরে তা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে প্রেরণ করবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সকল বৈধ সদস্যের তালিকা একত্রিত করে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন কমিশন চেয়ারম্যানের কাছে হস্তান্তর করবে।

জ) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে কোন ভোটার যদি বদলী, প্রেষণ, প্রশিক্ষণ অথবা অবসর গ্রহণজনিত কারণে ভোট কেন্দ্র পরিবর্তনে আগ্রহী হন তাহলে নির্বাচন কমিশন-এর চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে কাঙ্খিত শাখায় তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

২৪। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

ক) নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা (বিজ্ঞপ্তি এবং জাতীয় দৈনিকসমূহে সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে), খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং মনোনয়নপত্র বিতরণ করা।

খ) যথাযথভাবে পূরণকৃত মনোনয়নপত্র গ্রহণ, মনোনয়নপত্র বাছাই, ব্যালট পেপার প্রস্তুত ও ইস্যু করা এবং নির্বাচনের স্থান ও সময়সূচি ঘোষণা করা।

গ) বৈধ প্রার্থীকে লিখিতভাবে তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সুযোগ দেয়া।

ঘ) সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে প্রত্যেক শাখার জন্য রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করা। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পরপরই ব্যালটসমূহ গণনার ব্যবস্থা করবেন, কোন রকম বিরতি ছাড়াই ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত ব্যালটসমূহ গণনা করবেন, ফলাফল প্রস্তুত করবেন এবং আনুষ্ঠানিক ফল প্রকাশের জন্য সীলগালাকৃত মোড়কে নির্বাচন কমিশনে তা প্রেরণ করবেন।

ঙ) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করা, অত:পর নির্বাচনে ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত উভয় ব্যালটসমূহ সীলগালাকৃত পৃথক মোড়কে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতির কাছে প্রেরণ করা।

চ) "নির্বাচন কমিশিন" সুষ্ঠুভাবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নলিখিতভাবে তফসিল নির্ধারণ করবেঃ (ক) ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং মনোনয়নপত্র দাখিলের অনুরোধ জানিয়ে তারিখের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ (খ) তারিখের মধ্যে মনোনয়নপত্র দাখিল চূড়ান্ত (গ) তারিখের মধ্যে প্রার্থীতা প্রত্যাহার (ঘ) তারিখের মধ্যে বা তার পূর্বে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ (ঙ) তারিখের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান। একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফল প্রকাশ ।

২৫। এক বা একাধিক পদে তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র দাখিল না হয়ে থাকলে নির্বাচন কমিশন কেবলমাত্র ঐ পদে বা ঐ সব পদে নির্বাচনের জন্য একটি নতুন তারিখ ও তফশীল ঘোষণা করবে।

২৬। কেবলমাত্র একজন বৈধ ভোটারই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য একজন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব ও সমর্থন করতে পারবেন। যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর সম্মতির প্রতীক হিসেবে মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর থাকতে হবে। ইসি'র চেয়ারম্যান বরাবর প্রার্থী কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে একটি লিখিত আবেদন করে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

২৭। শাখাসমূহের মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার প্রস্তুত করবেন। শাখার নির্বাচনী ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার জন্য নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

২৮। যদি কোন সদস্য ভোটার তালিকা প্রকাশের পর চাকুরিস্থল থেকে বদলী, প্রেষণ অথবা প্রশিক্ষণ অথবা অবসর নেয়ার দরুণ তার ঠিকানা পরিবর্তন করেন তাহলে তিনি ভোটকেন্দ্র পরিবর্তনের জন্য তার মূল শাখার সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক অথবা সংশিণ্টষ্ট ভোট কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারের মাধ্যমে তার বদলী ও ভোটার নিবন্ধন নম্বর সম্পর্কে প্রত্যয়ন পত্রসহ ইসি'র চেয়ারম্যান বরাবর ১৫ অক্টোবরের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। ইসি সে অনুসারে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য ঐ সকল আবেদন ২০ অক্টোবর পর্যন্ত একত্রিত করে ভোটার তালিকা সংশোধন করবে। পরে ইসি ৫ নভেম্বরের মধ্যে ঐ নামগুলো সংশিণ্টষ্ট শাখা রিটার্নিং অফিসারকে জানাবে এবং সংশিণ্টষ্ট সদস্যদেরকে পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত করবে।

২৯। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, কাউন্সিল ও সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন পৃথক পৃথক ব্যালট পেপারে একই নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। অবশ্য, অনিবার্য কারণবশত বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে যদি নির্ধারিত তারিখ ও স্থানে (এক বা একধিক শাখার) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে না পারে তাহলে নির্বাচন কমিশন ঐ শাখা বা শাখাসমূহের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নির্বাচনের প্রথম নির্ধারিত তারিখের পর অনধিক ১৫(পনের) দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করবে এবং প্রয়োজনে ভোট কেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন করতে পারবে।

৩০। কোন প্রার্থী প্রচারণার জন্য পোস্টার, পণ্ডাকার্ড ও ব্যানার ব্যবহার এবং দেয়াল লিখন করতে পারবেন না। কোন প্রার্থী/ পরিষদের সদস্য কর্তৃক কোন বিরোধী/প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সম্পর্কে আপত্তিকর বিবৃতি/লিফলেট/ কার্ড ইত্যাদি প্রচার করা হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। উপরোক্ত বিষয়ে কোন রকম লংঘনের ঘটনা ঘটলে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যাচাই ও অনুসন্ধান পূর্বক যে কোন পদে যে কোন ব্যক্তির প্রার্থীতা বাতিল করতে পারবে।

৩১। পরিষদের যে কোন নির্বাচনে প্রার্থীতা হবে ব্যক্তিভিত্তিক। প্রার্থী বা ভোটারদের একটি গ্রুপ বা গ্রুপসমূহ কর্তৃক প্রকাশ্যে বা গোপনে প্রার্থীদের একটি প্যানেলভুক্ত হওয়া বা একটি প্যানেল তৈরি করা নিষিদ্ধ।

৩২। নির্বাচন পরিচালনা প্রক্রিয়ার কোন অনিয়ম হলে ঐ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সাত দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ ইসির চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।

৩৩। ডাক ব্যালটের পদ্ধতি

ক) অসুস্থতা অথবা নিয়োগ দানকারীর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বল্পকালের জন্য কোথাও প্রেষণে অথবা চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণে থাকাসহ অনিবার্য কারণে যদি কোন ভোটার ডাক ব্যালটে তার ভোট দিতে ইচ্ছা করেন, তাহলে তাকে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের উদ্দেশ্যে লিখিত আবেদন করতে হবে। রিটার্নিং অফিসার এর জবাবে যথাযথভাবে তার স্বাক্ষর করা একটি ব্যালট পেপার সীলগালা করা মোড়কে বা নিবন্ধনকৃত মোড়কে আবেদনকারীকে সরবরাহ করবেন। পরে ভোট প্রদানকারী সীলগালা মোড়কে ঐ ব্যালট পেপার নির্বচনের নির্ধারিত তারিখের পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের কাছে ফেরত পাঠাবেন, যা ভোট গণনার সময় খোলা হবে।
খ) ইসি চেয়ারম্যান বরাবর সাদা কাগজে লেখা আবেদনের ভিত্তিতে বিদেশে বসবাসরত উপযুক্ত ভোটারদের উদ্দেশ্যে ডাক ব্যালট ইস্যু করা যেতে পারে। চেয়ারম্যান এসব আবেদন যাচাই করবেন এবং গহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলে ব্যালট পেপার নিবন্ধনকৃত ডাকযোগে নির্বাচন তারিখের অন্ততঃপক্ষে ২১(একুশ) দিন পূর্বে ভোট দাতার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবেন। ভোট দাতা ব্যালট পেপারে নির্দিষ্ট প্রার্থীর/প্রার্থীদের নামের পাশেই চিহ্ন দিয়ে তা একটি ঠিকানাবিহীন খামে ভর্তি করে এবং পরে তা আবার আর একটি বাহ্যিক খামে বাম পাশে তার স্বাক্ষর, ঠিকানা ও ভোটার নম্বরসহ ইসির চেয়ারম্যানের ঠিকানায় প্রেরণ করবেন, যা নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল প্রস্তুত করার সময় খোলা হবে।

৩৪। যদি একই পদে দুই বা ততোধিক প্রার্থী সমসংখ্যক ভোট পান সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কেবলমাত্র ঐ বিশেষ পদ বা পদসমূহে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে।
৩৫। ভোটদানের পদ্ধতি প্রবর্তনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৩৬। দায়িত্ব হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে নির্বাচনের সার্বিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ইসি কর্তৃক ফল প্রকাশের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে পূর্বতন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিকট কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন। সকল শাখায়ও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সভা ও সম্মেলন

৩৭। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা পরিচালনা পদ্ধতি

ক) "বিপ্রপি"র সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সভা আহবান করবেন এবং সাধারণত পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তা অনুষ্ঠিত হবে। এ ধরনের সভাসমূহে সভাপতি ব্যতিরেকে সকল কর্মকর্তা ও সদসস্যের প্রত্যেকের একটি ভোট থাকবে এবং সভাপতির কেবলমাত্র 'কাষ্টিং' ভোট থাকবে। ভোটাভুটি হাত উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

খ) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক তৃতীয়াংশ কর্মকর্তা ও সদস্যের লিখিত দাবীর প্রেক্ষিতে সভার যে কোন আলোচ্য বিষয় পরবর্তী সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্তি করা যেতে পারে।

গ) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভার আলোচ্যসূচি প্রস্তুত ও উত্থাপনের দায়িত্ব সাধারণ সম্পাদকের হলেও কমিটির যে কোন ৫ (পাঁচ) জন কার্যকরী সদস্য সাধারণ সম্পাদকের বরাবর কোন বিষয়ে নোটিশ দিলে তা পরবর্তী সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হবে।

ঘ) পরিষদের কোন সভাই কোরাম ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হবে না, তবে মুলতবী সভার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ঙ) সাধারণ সম্পাদক অতি জরুরী কোন বিষয়ে একটি খসড়া প্রস্তাবের উপর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মতামত গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভাপতির কাছে পেশ করতে পারবেন। উক্ত বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে।

চ) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাসমূহের প্রস্তাব ও কার্যবিবরণী 'একটি কার্যবিবরণী বই'তে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সাধারণ সম্পাদক তা অনুমোদনের জন্য কার্যবিবরণী আকারে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন। ঐ কার্যবিবরণী অনুমোদিত হলে সভাপতি তাতে স্বাক্ষর করবেন। সভাসমূহের কার্যবিবরণী যথাসময়ে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং পরিষদের শাখাসমূহে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৮। সভাপতির রুলিং

যে কোন পয়েন্ট অব অর্ডারের (সভার নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে বৈধতার প্রশ্নে) ব্যাপারে সভাপতির রুলিংই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। তিনি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কোন কিছু ব্যাখ্যা বা একটি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে উপণীত হতে ব্যর্থ হলে অথবা সুশৃংখলভাবে সভার কাজ পরিচালনার স্বার্থে রুলিং দিবেন।

৩৯। বিভিন্ন সভা আহবান পদ্ধতি

ক) বার্ষিক সাধারণ সভাঃ পরিষদের সকল সদস্যের সমন্বয়ে একটি বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক বার্ষিক সাধারণ সভা আহবান করবেন। বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য স্থান তারিখ ও সময় উল্লেখ করে অন্তত পক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি যথা সময়ে অন্ততপক্ষে ১(এক)টি বাংলা, ১(এক)টি ইংরেজি জাতীয় সংবাদপত্রে/১(এক)টি অনলাইন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করতে হবে। বার্ষিক সাধারণ সভা হবে পরিষদের পার্লামেন্ট। পরিষদের বিধি বিধান মোতাবেক বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত সকল প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়ন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির জন্য বাধ্যতামূলক। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করবেন।

পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ

বার্ষিক রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন

অডিট রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন

নির্বাচন কমিশন গঠন (যদি প্রয়োজন হয়)

গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব (যদি থাকে)

অডিটর নিয়োগ (যদি প্রয়োজন হয়)

বিবিধ

খ) বার্ষিক সাধারণ সভার কোরাম বার্ষিক সাধারণ সভার কোরামের জন্য পরিষদের অন্তত ৭০%(শতকরা সত্তর ভাগ) তালিকাভূক্ত সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।

গ) জরুরী সাধারণ সভা কোন সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য পরিষদের অন্তত ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) তালিকাভূক্ত সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে।

ঘ) তলবী সাধারণ সভা পরিষদের অন্ততঃপক্ষে এক তৃতীয়াংশ নিয়মিত সদস্য সভাপতি বরাবরে পরিষদের স্বার্থ সংশিণ্টষ্ট ব্যাপারে আলোচনার জন্য লিখিতভাবে তলবী সাধারণ সভা আহবানের দাবী জানাতে পারবেন এবং এ ধরনের দাবী সম্বলিত চিঠি প্রাপ্তির ৪৫(পঁয়তালিণ্ঢশ) দিনের মধ্যে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা

৪০। তহবিল পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে।

ক) গঠনতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের ধারা-৬ অনুসারে পরিষদের চার ধরনের তহবিল থাকবে, যথা- সাধারণ তহবিল, স্থায়ী আমানত তহবিল, সংরক্ষিত তহবিল ও কল্যাণ তহবিল।

খ) সংরক্ষিত তহবিলের একটি অংশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মতামতের ভিত্তিতে ঝুঁকিহীন সরকারি বন্ড, বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

গ) সিইসি'র পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই স্থায়ী আমানত ও সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

ঘ) ব্যাংক একাউন্ট খোলার জন্য সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর সভাপতি কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে এবং পরিষদের সীল ব্যবহার করতে হবে।

ঙ) পরিষদের সভাপতি পরিষদের স্বার্থে প্রয়োজনে ব্যাংক লেনদেন নিয়ন্ত্রণে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

চ) সভাপতি এককালীন ৩০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা অগ্রিম উত্তোলন ও খরচের অনুমোদন দিতে পারবেন।

ছ) সাধারণ সম্পাদক পরিষদের দৈনন্দিন কার্যাদি পরিচালনার জন্য একসাথে অনধিক ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা রাখার অনুমোদন দিতে অথবা সংরক্ষণ বা ব্যয় করতে পারবেন।

জ) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অনুমোদিত বা ব্যয়িত অর্থ অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

ঝ) ধারা ৬ এ বর্ণিত চার শ্রেণির তহবিল ছাড়াও কনভেনশন উপলক্ষে ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে একটি বিশেষ তহবিল সংগ্রহ করা যেতে পারে, যার আয় ও ব্যয়ের হিসাব একটি অনুমোদিত অডিট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষণ করাতে হবে এবং নিরীক্ষণ রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।